26/2/2007

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৫

১৫ ছাত্রনেতা বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবী : রাঃবিতে আরো ৩ দিনের ধর্মঘট

রাঃবিঃ রিপোর্টার ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী সমর্থিত প্রশাসনের বিরুদ্ধে গতকাল ক্যাম্পাসে নজিরবিহীন শান্তিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের ফলে ক্যাম্পাস ছিল সম্পূর্ণ অচল। সেখানে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ছাত্র শিবির আজ থেকে আরো তিনদিনের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ জন ছাত্রনেতাকে বহিষ্কারের জন্য গতকাল বিকেলে সিন্ডিকেট এক জরুরী সভায় মিলিত হয়। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্র শিবির সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দেয়। ছাত্রদলসহ কয়েকটি সংগঠন তাতে সমর্থন দেয়ায় এই ধর্মঘট সমস্ত ছাত্রজনতার দাবীতে রূপ নেয়। ধর্মঘটের ফলে কোন অফিস ও ভবন খুলেনি এবং দোকানপাটও বন্ধ ছিল। ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্ররা দিনভর মিছিল-সমাবেশ করেছে। বিকেলে তারা সিন্ডিকেট সভাস্থল ঘেরাও করে। সিন্ডিকেটের সদস্যরা পেছন দরজা দিয়ে কৌশলে সভাস্থল ভিসির বাসভবনস্থ লাউঞ্জে প্রবেশ করে। উল্লেখ্য, সিন্ডিকেটের ১৭ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জনই আওয়ামী লীগের নেতা ও সমর্থক। ঘেরাও এবং সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইমজাউদ্দীন মণ্ডল, হেলাল উদ্দীন, শাহাদত হোসেন, শফিকুল ইসলাম মাসুদ, রেজাউল করিম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে আদালতের নির্দেশকে উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ১৫ ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। পক্ষপাতদুষ্ট আওয়ামী প্রশাসন অন্যায়ভাবে এই সিদ্ধান্ত নিলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য কর্তৃপক্ষকেই দায়ী থাকতে হবে। ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম বুলবুল ও সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ভিসির সাথে সাক্ষাৎ করে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিলের জোর দাবী জানান। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিক্ষকরাও ভিসির সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারাও এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবী জানান। সূত্র জানায়, এ সময় ভিসি তাদেরকে বলেছেন, এ্যাডহক নিয়োগ ও ছাত্রত্ব বাতিল সিদ্ধান্তটি তিনি দলীয় চাপেই নিতে বাধ্য হয়েছেন।